Name : Sumana Ghosh.

College: Gangadharpur Mahavidya Mandir.

Department :History.

Sem : 2nd (CC-4)

Questions type: Theoretical (10 marks)

ব্যবস্থার মাধ্যমে অমুসলিমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। পরবর্তী ইউরোপীয় শক্তিগুলির ক্রমাগত হস্তক্ষেপের ফলে তুর্কিরা মিল্লাত সম্পর্কে সন্দিহান পড়ে এবং পূর্বের সহিষ্ণুতার নীতি পরিত্যাগ করে।

১১.২ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি বৈষম্য

ইসলামিক যুগে ইহুদি, খ্রিস্টান প্রভৃতি জিম্মিদের অর্থাৎ অমুসলমানদের প্রতি ক কখনও উদারতা দেখানো হলেও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে নানারকম বৈ পরিলক্ষিত হয়েছে। যার ফলে অমুসলিমদের মনে পুঞ্জীভূত হয়েছিল নানান বিদ্বে অসন্তোষ। এই বৈষম্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছিল, যেমন—

(ক) করদানের ক্ষেত্রে : মুসলিম শাসন আমলে কর প্রদানের ক্ষেত্রে মু নাগরিকের তুলনায় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের করের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে এবং এটি ছিল এক ধরনের মানসিক অত্যাচার। জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অমুসলমান প্রতি কিছু বিধিনিষেধ ছিল, যেখানে মুসলিমরা খুব সহজেই জমি ক্রয় করতে পা সেই জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য জিম্মিদের খারাজ বা ভূমিকর প্রদান করতে এর পাশাপাশি এক রকম ধর্মীয় কর হিসাবে জিজিয়া আদায় করা হত নিরাপত্তা বিধ শর্তে। এছাড়াও জিম্মিদের উচ্চহারে বাণিজ্যশুল্ক ও ভ্রমণকর প্রদান করতে হত। পাশাপাশি অ্যানিভিয়া নামক এক ধরনের নিরাপত্তা কর স্থানীয় শাসকরা জিম্মি সম্প্রদ কাছ থেকে আদায় করতেন।

(খ) সামাজিক ও আইনগত ক্ষেত্রে বৈষম্য : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতি হলেও মোটামুটিভাবে জিম্মিরা প্রশাসনের উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত ছিল। মুসলিমরা সহজেই রাষ্ট্রীয় উচ্চপদ লাভ করত, ততটাই কঠিন ছিল জিম্মিদের পক্ষে। সমা নিম্নশ্রেণির কাজগুলি, যেমন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রভৃতি নির্দিষ্ট ছিল জিম্মি সম্প্রদ জন্য। বিচারালয়ে একজন বিধর্মী মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ জানাতে প না। এই অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে তাদের দরকার হত একজন মুসলিম সমর্থনকা কোনো জিম্মি প্রকাশ্যে তার মুসলিম প্রভুর হাত ধরতে পারত না, এক্ষেত্রে শাস্তি হি মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান ছিল। মুসলিম মনিবরা তাদের অধীনস্থ জিম্মি প্রজাদের প্রক প্রহার করতেন এবং এক্ষেত্রে জিম্মিদের ক্ষমা চাওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

(গ) পোশাক পরিচ্ছদে বৈষম্য : সমাজে জিম্মিদের স্থান মুসলিমদের তুল নে। আর এজন্য তাদের পোশাক পরিচ্ছদেও পরিলক্ষিত হয়েছে ভিন্নতা। জিম্মি বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করতে হত, যদিও এই পোশাক দেশভেদে

ভিন্ন ছিল। এই পোশাক ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিকৃষ্টমানের বোকা শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। তারা মুসলিমদের বামদিকে অবস্থান করে চলাচল করতেন। ঘোড়ায় চড়া তাদের কাছে ছিল স্বপ্নের মতো, তাই তারা গাধার পিঠেই গমন করতেন।

(ঘ) বাসস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্য : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ন্যায় বিধর্মীদের ক্ষেত্রে প্রায়ই পৃথক বাসভূমি নির্দিষ্ট ছিল। এগুলি সাধারণত স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থি... ছিল। তারা নগরীতে মুসলিম অভিজাতদের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি রাস্তাতে চলাচ... করতে পারত না। পারস্য, ইয়েমেন ও উত্তর আফ্রিকাতে এই ধারা উনিশ শতকের পু... পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। মুসলিম প্রশাসকরা তাদের জরুরি নোটিশে অন্যত্র স্থানান্ত... করতে পারত। জিম্মিদের এই আবাসস্থল ছিল ক্ষুদ্র আকৃতির এবং অস্বাস্থ্যকর। এদে... তুলনায় মুসলিম প্রশাসক ও প্রজারা উচ্চমানের বাসস্থানে বাস করত।

(ঙ) ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈষম্য : মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে গির্জা ও সিনাগগ নি... একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিকে সংস্কা... অনুমতি দেওয়া হত। সঙ্গীত একপ্রকার উপেক্ষিতই ছিল। অনেক ক্ষেত্রে খ্রিস্টানা... গির্জায় ঘণ্টা বাজানোর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। মুসলিমদের মৃত... সৎকার ও কবর দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল, কিন্তু অ... অবহেলা দেখানো হয়েছিল অমুসলমানদের ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দেহ... আবর্জনা স্তূপে ছুঁড়ে ফেলা হত এবং কাক, শকুন তাদের মাংস ভক্ষণ করত। কে... মুসলিম খ্রিস্টান রমণীকে বিবাহ করতে পারতেন কিন্তু একজন খ্রিস্টান মুসলিম রম... বিবাহ করতে হলে তাকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে হত।

মধ্যযুগের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলিতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বৈষম্য কম ছিল না... ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই ঐতিহাসিক রবার্ট... (Robert Haddad) বলেছেন যে, 'Islamic tolerance served to insure C... tian survival.' ঐতিহাসিক ক্যারাবেল মন্তব্য করেছেন যে, "ইহুদিরা খ্রিস্টান শ... তুলনায় মুসলিম আমলে সর্বাধিক স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও অধিকার ভোগ কর... চতুর্দশ শতক পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও বৈচিত্র্যকে ক্রমশ মেনে নি... সেখানে জোর করে ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গটি ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন ধর্মীয় শাসক হলেও মোয়াবিয়া ছিলে... বাস্তববাদী। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা গোঁড়া মুসলমানদের বি... আঘাত করেছিল। তাঁর আমলে শাসক ও শাসিত পাশাপাশি বসবাস করত। খ্রি... প্রতি তিনি উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন। মোয়াবিয়া ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এডে... পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন একজ... বহু খ্রিস্টান ও ইহুদি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর দরবার অলংকৃত করেছিলে...

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের আমলে ইসলামিক সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিস্তার ঘটে এবং এই সময় সিন্ধুদেশ থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খলিফা দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বকালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তার পরবর্তী শাসকরা তা অতিক্রম করতে পারেননি। তিনি যোগ্য অমুসলিমদের উচ্চরাজকার্যে নিয়োগ করেন। যে সব গির্জা ও সিনাগগ মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সেগুলি প্রত্যর্পণ করেন। দ্বিতীয় ওমর মাওয়ালিদের প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যের অবসান ঘটান। তাঁর এই ধর্মনিরপেক্ষ উদারনীতি রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আমির আলি বলেছেন যে, "দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বকাল উমাইয়া যুগের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় সময়। কারণ এই শাসক জনসাধারণের কল্যাণ সাধনকেই তার জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করেছিলেন।"

তাই বলা যায়, সমগ্র উমাইয়া রাজত্বকালে জিম্মিদের উপর বিচ্ছিন্নভাবে অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেও গোটা উমাইয়া শাসনকালে জিম্মিরা সুখী ও সচ্ছল ছিল। সরকারি অর্থে অমুসলমানদের উপাসনালয়গুলির সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনেকেই উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মোয়াবিয়া জিম্মিদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এমনকি তিনি একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহও করেছিলেন। মোয়াবিয়ার চিকিৎসক সভাকবি, অর্থসচিব ও প্রধান পরামর্শদাতা জাতিতে খ্রিস্টান ছিলেন।

আব্বাসীয় বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই খলিফা হারুন আল রশিদ ও মামুনের আমলে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই দুই খলিফার ধর্মীয় উদারতার ফলে প্রশাসনের সর্বত্র এক মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়েছিল। হারুন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের যোগ্যতার কদর করতেন। মামুনের রাজত্বকালে আজারবাইজান ও সিসিলিতে খ্রিস্টান রাজাদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংঘটিত হলে তিনি কঠোর হস্তে তা দমন করেন। এই সময় ক্রীট দ্বীপের উপর মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মামুন সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি রাষ্ট্র পরিষদ বা Council of State গঠন করেছিলেন। এই পরিষদের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনায় খলিফাকে সাহায্য রত। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ছিলেন এবং সকল জনগণকে পূর্ণ ধর্মীয় াধীনতা দান করা হয়েছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাইতুল হিকমার প্রধান হুনায়ন ইবন ইসহাক ম জীবনে অমুসলিম ছিলেন। বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের তিনি আমন্ত্রণ করে রাজধানী াদাদে নিয়ে এসেছিলেন। আব্বাসীয় শাসনের শেষ পর্বে সেলজুক তুর্কিদের আবির্ভাব ছিল। আর এই সেলজুক তুর্কিদের সময় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ছিল এক রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধের, যা ইতিহাসে ক্রুসেড নামেই সর্বাধিক পরিচিত।